দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 31 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

প্রাথমিক স্কুলের দুরবস্থা

বাধ্যতামূলক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

ঠাকুরগাঁও, সংবাদদাতা ।। বাধ্যতামূলক শিক্ষা কার্যক্রম সফল করার জন্য যখন চারিদিকে জোর তৎপরতা চলিতেছে তবুও অনেক বিদ্যালয়ের ভগ্নদশার কারণে শিশুরা খোলা আকাশের নীচে ক্লাস করিতেছে। তাহারা বৃষ্টিতে ভিজিতেছে রৌদ্রে পুড়িতেছে। ঠাকুরগাঁও সদর থানার ১৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোন ঘর নাই। পীরগঞ্জ, বালিয়াডাঙ্গী, রাণীশংকৈল থানার ১০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একই অবস্থা। কোন বিদ্যালয়ের ঘর নাই, কোনটির বেড়া নাই। চেয়ার, বেঞ্চ ও টেবিল নাই অধিকাংশ বিদ্যালয়ের। বেসরকারী বিদ্যালয়গুলির অবস্থা আরো সোচনীয়। এখানে শিক্ষক আছে নামমাত্র। ঠাকুরগাঁও সদর থানার বোলদাপুকুর গ্রামের বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২২৫ জন। স্থান সংকুলানতো দূরের কথা বর্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের ভিজিতে হয়। এই

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক স্কুলের

(৩য় পৃঃ পর)

বিদ্যালয়ের ঘরের অবস্থা এখন জরাজীর্ণ।

কিশোরগঞ্জ সংবাদদাতা জানান, এই জেলা সদর ও বিভিন্ন থানায় প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা ও শিক্ষকের অভাবে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হইতেছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, এই সংকটের মধ্যে চলতি বছর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বিভিন্ন প্রাথমিক স্কুলের ৩০ জন প্রধান শিক্ষক, ১৩ জন সহকারী শিক্ষক ও ১ জন থানা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা অবসর গ্রহণ করিবেন। তাহারা চলিয়া গেলে জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার আরও অবনতি ঘটিবে।

শিক্ষা বিভাগ সূত্রে জানা যায়, জেলা শিক্ষা অফিসে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাসহ ঐ শাখার ২ জন কর্মকর্তার পদ বহুদিন যাবৎ শূন্য। অষ্টগ্রাম ও হোসেনপুর থানা শিক্ষা কর্মকর্তার পদ ২টিও শূন্য রহিয়াছে। ইহাছাড়া করিমগঞ্জ থানায় ৩টি এবং অষ্টগ্রাম, ইটনা, কুলিয়ারচর, তাড়াইল, পাকুন্দিয়া, হোসেনপুর ও বাজিতপুরে ১টি করিয়া সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তার পদ খালি রহিয়াছে।

জেলার ১৩টি থানায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের অভাব তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। জানা যায়, ১২০ জন প্রধান শিক্ষক এবং ১৩৮ জন সহকারী শিক্ষকের পদশূন্য থাকায় সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হইতেছে না।